গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ কপিরাইট অফিস, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ কপিরাইট ভবন, আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।
www.copyrightoffice.gov.bd

স্মারক: ৪৩.২৯.০০০০.০০১.০৩.১১৭.১১. ৮০৮ তারিখ: ২৪ শ্রাবণ ১৪৩১ / ০৮ আগস্ট ২০২৪

বিষয়: ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলি সম্পর্কিত তথ্য প্রেরণ।

সূত্র: সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের স্মারক: ৪৩.০০.০০০০.১১১.১৬.০০৮.২৪.২২২, তারিখ: ৩০ জুন ২০২৪

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্তির জন্য বাংলাদেশ কপিরাইট অফিসের তথ্যাদি (হার্ড কপি ও সফটকপি) পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এ সাথে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি : বর্ণনামতে।

(মোঃ দাউদ মিয়া, এনডিসি)
রেজিস্ট্রার অফ কপিরাইটস (অতিঃ সচিব)
ফোন: ২২৩৩১৪৮১৫
ই-মেইল: registrar@copyrightoffice.gov.bd

সচিব
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
(দৃষ্টি আকর্ষণ: যুগ্মসচিব, প্রশাসন-১ শাখা)

বার্ষিক প্রতিবেদন

২০২৩-২০২৪

বাংলাদেশ কপিরাইট অফিস

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায় : অফিস পরিচিতি	পৃষ্ঠা নং
ভূমিকা	
কপিরাইট অফিসের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি	
রূপকল্প এবং অভিলক্ষ্য	
দ্বিতীয় অধ্যায় : কপিরাইট আইন, ২০২৩ সংক্রান্ত মৌলিক তথ্য	
ড্রাফট প্রস্তুত	
কপিরাইট আইনের বিশেষ বৈশিষ্ট্য	
কপিরাইটের বিভিন্ন বিষয় যা ধারাবাহিকভাবে অংশীজনদের অবহিত করা হয়	
কপিরাইট রেজিস্ট্রেশনের আওতাভুক্ত বিষয়সমূহ	
কপিরাইট সংশ্লিষ্ট কর্মের প্রণেতা কে?	
কপিরাইট রেজিস্ট্রেশনের সাধারণ সুবিধা	
রিলেটেড রাইট বা আনুষঙ্গিক অধিকার কার?	
পাইরেসি কি?	
পাইরেসি এর কুফল	
অর্থনৈতিক অধিকারের বিভিন্ন মেয়াদ	
বাংলাদেশ কপিরাইট অফিস কর্তৃক প্রদেয় অন্যান্য সেবাসমূহ	
কখন কপিরাইট বা রিলেটেড রাইট লঙ্ঘিত হয়?	
কপিরাইট লঙ্ঘন হলে প্রতিকার	
কপিরাইট লঙ্ঘনের শাস্তি	
কপিরাইট রেজিস্ট্রেশনের পদ্ধতি	
তৃতীয় অধ্যায় : আইনি প্রতিকার	
বিগত ২০২৩-২৪ অর্থবছরে কপিরাইট অফিস ও কপিরাইট বোর্ডের মাধ্যমে প্রদত্ত সেবাসমূহ	
কপিরাইট বোর্ড ও বোর্ডের কার্যাবলী	
কপিরাইট অফিস কর্তৃক বিরোধ নিষ্পত্তি	
কপিরাইট টাস্কফোর্স এর কার্যক্রম	
কপিরাইট সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কর্মের বারচার্ট ও ২০১৪ সন থেকে ২০২৩ সন পর্যন্ত কপিরাইট সংশ্লিষ্ট সংগীতকর্মের পাই চার্ট	
কপিরাইট অফিসের জনবল	
চতুর্থ অধ্যায় : গ্যালারি	
২০২৩-২৪ অর্থবছরে বাংলাদেশ কপিরাইট অফিস কর্তৃক আয়োজিত সেমিনার ও কর্মশালার ছবি	
পঞ্চম অধ্যায় : সুশাসন ও জবাবদিহিতা	
বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি	
জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল	
সেবাপ্রদান প্রতিশ্রুতি (সিটিজেন চার্টার)	
অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা	
তথ্য অধিকার	
উদ্ভাবনী কার্যক্রম	
ইনোভেশন টিমের কার্যপরিধি	
সমস্যা এবং চ্যালেঞ্জসমূহ	
ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা	

প্রথম অধ্যায়
অফিস পরিচিতি

কপিরাইট অফিসের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি:

সৃজনশীল মেধাস্বত্বের রেজিস্ট্রেশন প্রদানের মাধ্যমে প্রণেতার স্বত্ব সুরক্ষার লক্ষ্যে কপিরাইট অফিস ১৯৬২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। তখন অফিসটি কোন মন্ত্রণালয়ের অধীন পরিচালিত হত সে সম্পর্কে কোন তথ্য জানা যায়নি। দেশ স্বাধীন হবার পর ১৯৭২ সালে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতায় সংস্কৃতি ও ক্রীড়া বিষয়ক একটি বিভাগ গঠন করা হয়। তখন থেকেই কপিরাইট অফিসটি সাংস্কৃতিক ব্যবস্থাপনার সাথে যুক্ত রয়েছে মর্মে জানা যায়। ১৯৭৮ সালে এ বিভাগকে ক্রীড়া ও সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় হিসেবে নামকরণ করা হয়।

কপিরাইট অফিসের কার্যাবলী কপিরাইট আইন, ২০২৩ অনুযায়ী পরিচালিত হয়। কপিরাইট হচ্ছে সৃজনশীল ব্যক্তিবর্গের সৃষ্টকর্মের উপর তাঁদের অধিকার। কপিরাইট আইন বাস্তবায়নের মাধ্যমে নির্মাতা/রচয়িতাদের সৃজনশীল কর্মসমূহের স্বত্বের সুরক্ষা প্রদান করা হয়। সৃজনশীল ব্যক্তিবর্গের মেধাশক্তির সুরক্ষা, সৃজনশীল কর্মে তাদের উৎসাহ বৃদ্ধি এবং সার্বিকভাবে কপিরাইট সংক্রান্ত পাইরেসি রোধকরণের মাধ্যমে শিক্ষা ও সংস্কৃতির উন্নয়ন সাধনই কপিরাইট আইনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। প্রকৃতপক্ষে কপিরাইট রেজিস্ট্রেশন সাহিত্য, কম্পিউটার সফট্ওয়্যার, মোবাইল অ্যাপস, কম্পিউটার গেইম, সঙ্গীত, রেকর্ড (অডিও-ভিডিও), ই-মেইল, ওয়েবসাইট, ইলেকট্রনিক যোগাযোগসহ অন্য কোন মাধ্যম, বেতার ও টেলিভিশন সম্প্রচার, চলচ্চিত্র, নাটক, স্থাপত্য নকশা, কার্টুন, চার্ট, ফটোগ্রাফ, বিজ্ঞাপন (ভিডিও, অডিও, পোস্টার, বিলবোর্ডসহ অন্যান্য), স্লোগান, থিম সং (Theme Song), ফেসবুক ফ্যান পেজ (Facebook Fan Page), এবং বিভিন্ন ধরণের শিল্পকর্মসহ ইত্যাদি সৃজনশীল কর্মের উন্নয়ন ও সংরক্ষণের বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

পূর্বে বাংলাদেশ কপিরাইট অফিসের কার্যক্রম ফার্মগেটের একটি ভাড়া বাসায় পরিচালিত হতো। পরবর্তীতে গণভবনে এবং অতঃপর জাতীয় আরকাইভস ও গ্রন্থাগার ভবনে কপিরাইট অফিসের কার্যক্রম পরিচালিত হয়। পরবর্তীতে সৃজনশীল মানুষের মেধাস্বত্ব সংরক্ষণের গুরুত্ব বিবেচনায় নিয়ে ২০০৮ সনে কপিরাইট ভবন নির্মাণের জন্য ১.৪ বিঘা জমি বরাদ্দ প্রদান করা হয়। বাংলাদেশ কপিরাইট ভবন নির্মাণের লক্ষ্যে একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়, উক্ত প্রকল্পের মাধ্যমে ২০২৩ সনের ৩০ জুন কপিরাইট ভবন নির্মাণ কাজ শেষ হয়। বর্তমানে কপিরাইট অফিসের কার্যক্রম কপিরাইট অফিসের নিজস্ব ভবনে (প্লট নম্বর- এফ ২০ বি, পশ্চিম আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর প্রশাসনিক এলাকা, ঢাকা-১২০৭) পরিচালিত হচ্ছে।

বাংলাদেশ কপিরাইট অফিসের রূপকল্প এবং অভিলক্ষ্য:

রূপকল্প:
সৃজনশীল সাংস্কৃতিক কর্মের মেধাস্বত্ব সচেতন মানুষ

অভিলক্ষ্য:
জনসচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সৃজনশীল মানুষের মেধাস্বত্ব সংরক্ষণ করা

দ্বিতীয় অধ্যায়
কপিরাইট আইন সংক্রান্ত মৌলিক তথ্য

ড্রাফট প্রস্তুত:

ক) প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ে ড্রাফট প্রেরণ:

খ) মন্ত্রীপরিষদের নীতিগত অনুমোদন: প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় কর্তৃক আইনের খসড়া চূড়ান্ত করে মন্ত্রীপরিষদের নীতিগত অনুমোদনের জন্য কেবিনেটে প্রেরণ করা হলে ২৮ অক্টোবর ২০২১ তারিখে মন্ত্রীপরিষদ বিভাগ কর্তৃক তা নীতিগত অনুমোদন করা হয়।

গ) আইন মন্ত্রণালয়ের ভেটিং: উক্ত আইন মন্ত্রীপরিষদের নীতিগত অনুমোদনের পর ২২ জুন ২০২২ তারিখে ভেটিং এর জন্য আইন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়।

ঘ) পার্লামেন্টে অনুমোদন:

কপিরাইট আইন, ২০২৩ এর বিশেষ বৈশিষ্ট্য:

ক) কপিরাইট আইনের প্রয়োগ ও সঠিক বাস্তবায়নে কপিরাইট আইনে বত্রিশটি(৩২) নতুন ধারা সংযোজন করা হয়েছে। চলমান বিভিন্ন জটিলতা নিরসনে উক্ত ধারাগুলোর বিধান সহায়ক হবে।

খ) ডিজিটাল বাংলাদেশ এর লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নে বর্তমানে ডিজিটাল কর্মের বাস্তবতা ও বহুমুখীতা বিবেচনায় কতিপয় বিধান নতুন সংযোজন করা হয়েছে। উক্ত বিধান সংযোজনের ফলে বিভিন্ন প্রকার ডিজিটাল কর্ম সুরক্ষায় স্টেকহোল্ডারগণ অধিকতর সুফল পাবেন।

গ) কর্মের অবধৈ সম্প্রচার বন্ধে কপিরাইট আইনরে ধারা ১২৩ এ রেজিস্ট্রার অফ কপিরাইটস কে ক্ষমতায়ন করা হয়েছে; যার ফলে কোন ডিজিটাল কন্টেন্ট অবৈধভাবে কোন ডিজিটাল প্লাটফর্মে সম্প্রচারিত হলে রেজিস্ট্রার অফ কপিরাইটস তা বন্ধের নির্দেশনা প্রদান করতে পারবেন। এর ফলে কপিরাইট আইন বলবতকরণে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব হবে।

ঘ) পাইরেসি প্রতিরোধে কপিরাইট আইন দ্রুত প্রয়োগের জন্য কপিরাইট আইনের ধারা ১১৫ এ কপিরাইট আইনের অধীন অপরাধসমূহ মোবাইল কোর্ট কর্তৃক বিচারের বিধান করা হয়েছে এবং কপিরাইট আইনের ধারা ১১০ এর অধীন টাস্কফোর্স কে কপিরাইট আইনের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে; যা পাইরেসি প্রতিরোধে সহায়ক হবে।

ঙ) "ফৌজদারি অপরাধ ও দন্ড" নামে কপিরাইট আইনের সপ্তম অধ্যায় সময়োপযোগী করা হয়েছে যেখানে কপিরাইট লঙ্ঘন সংশ্লিষ্ট ২৩ ধরনের অপরাধ সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত করে শাস্তি হিসেবে অর্থদন্ড ও কারাদন্ড দুটিই বৃদ্ধি করা হয়েছে; যা সৃজনশীল কর্ম সুরক্ষায় কার্যকর ভূমিকা রাখবে।

চ) বিদ্যমান আইনের ধারা ৭০(২) এ দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের পাঠ বা ব্যবহারের উপযোগী ব্রেইল বা অন্য কোন বিশেষ বিন্যাস তৈরি বা আমদানী ইত্যাদি কার্যাদি দ্বারা কপিরাইট লঙ্ঘিত হবে না মর্মে বিধান সংযুক্ত হয়েছে। এছাড়া দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের জন্য নতুন একটি ধারা ৫১ সংযোজন করা হয়েছে যা দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের শিক্ষা গ্রহণের জন্য সহায়ক হবে।

ছ) লোকজ্ঞান ও লোকসংস্কৃতির অধিকার সুরক্ষা সংক্রান্ত ০৪(চার)টি ধারা (৩৪, ৩৫, ৩৬ ও ৩৭ নং ধারা) নতুন সংযোজন হয়েছে; যা লোকজ্ঞান ও লোকসংস্কৃতির অধিকার সুরক্ষায় কার্যকর ভূমিকা রাখবে।

জ) রয়্যালিটি সংশ্লিষ্ট নতুন একটি অধ্যায় চতুর্দশ অধ্যায়ে ধারা ৬৫-৬৮ নতুন সংযোজন করা হয়েছে; যা স্টেকহোল্ডারগণের মধ্যে চলমান রয়্যালিটি বিষয়ক বিরোধ নিষ্পত্তিতে সহায়ক হবে।

ঝ) পূর্বের কপিরাইট আইনে পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র/নাটকের গানের ক্ষেত্রে গানের প্রণেতার তথা গীতিকার, সুরকার কিংবা কণ্ঠশিল্পীর অধিকারের বিষয়ে সুস্পষ্ট বিধান নেই, যা নিয়ে প্রণেতাগণের মধ্যে দীর্ঘদিনের অসন্তোষ রয়েছে। তবে বিদ্যমান আইনে এ ধরনের সঙ্গীতের প্রণেতার অধিকারের বিষয়টি সুস্পষ্ট করা হয়েছে (ধারা ১৬)।

ঞ) পূর্বের কপিরাইট আইনে বিদেশী প্রণেতার সৃজিত কর্মে কপিরাইট রেজিস্ট্রেশনের ক্ষেত্রে জটিলতা রয়েছে। বিষয়টি নিরসনের জন্য ২০২৩ এর আইনে আন্তর্জাতিক আইনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ধারা ১৪ পুনর্বিন্যস্ত করা হয়েছে। এতে করে বাংলাদেশের বাইরে প্রকাশিত কর্মেও শর্তসাপেক্ষে কপিরাইট থাকার বিধান রাখা হয়েছে।

কপিরাইটের বিভিন্ন বিষয় যা ধারাবাহিকভাবে অংশীজনদের অবহিত করা হয়:

মানব মন, সৃজনশীলতা ও সংস্কৃতির মাধ্যমে যে মেধা সম্পদ সৃজিত হয় এর আইনগত স্বীকৃতি ও সুরক্ষাই হলো কপিরাইট। মূলত কপিরাইট দ্বারা মেধাসম্পদের ওপর প্রণেতার নৈতিক ও আর্থিক অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। ফলে উক্ত মেধা সম্পদ বিভিন্ন পন্থায় পুনরুৎপাদন, বিক্রয়, বাজারজাতকরণ, লাইসেন্স প্রদান এবং জনসম্মুখে প্রদর্শনীর ক্ষেত্রে প্রণেতা বা সৃজনশীল ব্যক্তি একচ্ছত্র অধিকার লাভ করেন।

কপিরাইট রেজিস্ট্রেশনের আওতাভুক্ত বিষয়সমূহ:

সাহিত্য, গবেষণাতত্ত্ব, কম্পিউটার সফট্ওয়্যার, ডাটাবেইজ, মোবাইল অ্যাপস, কম্পিউটার গেইম, সংগীত, রেকর্ড (অডিও-ভিডিও) , ই-মেইল, ওয়েবসাইট, সোশ্যাল মিডিয়া, বেতার ও টেলিভিশন সম্প্রচার, চলচ্চিত্র, নাটক, কার্টুন, অ্যানিমেশন, বিজ্ঞাপন (ভিডিও, অডিও, পোস্টার, বিলবোর্ডসহ অন্যান্য), অনুবাদকর্ম, বাংলা ডাবিংকৃত (বিদেশী চলচ্চিত্র, নাটক, কার্টুন, অ্যানিমেশন) স্লোগান, থিম সং (Theme Song), ফেসবুক ফ্যান পেইজ (Facebook Fan Page), স্থাপত্য নকশা, চার্ট, ফটোগ্রাফ, স্কেচ, ভাস্কর্য, পেইন্টিংসহ বিভিন্ন ধরনের শিল্পকর্ম এবং লোক সাংস্কৃতিক অভিব্যক্তি ইত্যাদি।

উল্লিখিত বিষয়সমূহের প্রণেতা হিসেবে মৌলিক কর্মের কপিরাইট রেজিস্ট্রেশন এবং সম্পাদনকারী হিসেবে আনুষঙ্গিক অধিকার সুরক্ষায় রিলেটেড রাইট রেজিস্ট্রেশন করা যায়।

কপিরাইট সংশ্লিষ্ট কর্মের প্রণেতা কে?

(ক) সাহিত্য বা নাট্যকর্মের গ্রন্থকার বা রচয়িতা;
(খ) সংগীত কর্মের ক্ষেত্রে সুরকার ও গীতিকার বা রচয়িতা;
(গ) ফটোগ্রাফের ক্ষেত্রে চিত্রগ্রাহক;
(ঘ) শিল্প কর্মের ক্ষেত্রে সৃজনকারী;
(ঙ) চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে প্রযোজক;
(চ) তথ্য-প্রযুক্তিভিত্তি ডিজিটাল কর্মের ক্ষেত্রে কর্মটির সৃজনকারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান।

কপিরাইট রেজিস্ট্রেশনের সাধারণ সুবিধা:

- নৈতিকভাবে আবহমানকাল ধরে মেধাসম্পদের প্রণেতা হিসেবে আইনগত স্বীকৃতি;
- উত্তরাধিকার সূত্রে মালিকানাস্বত্ব নিশ্চিত হয়;
- মেধাসম্পদ বিভিন্ন পন্থায় পুনরুৎপাদন, বিক্রয়, বাজারজাতকরণ, লাইসেন্স প্রদান এবং জনসম্মুখে প্রদর্শনীর ক্ষেত্রে একচ্ছত্র অধিকার;
- মেধাসম্পদের কপিরাইট রেজিস্ট্রেশন সনদ যে কোনো আদালতে মালিকানা সংক্রান্ত উদ্ভূত জটিলতার ক্ষেত্রে প্রমাণক হিসেবে কার্যকর (কপিরাইট আইন, ২০২৩ এর ধারা ৫৭);
- একক স্বত্বাধিকারের কপিরাইট রেজিস্ট্রিকৃত পণ্য বা সেবা ক্রয়ের ক্ষেত্রে দরপত্র বা বিজ্ঞাপন আহ**বা**ন কিংবা দরপত্রের প্রয়োজনীয় জামানত দাখিল করার প্রয়োজন হয় না। ফলে একক স্বত্বাধিকারী একমাত্র দরপত্র দাতা হিসেবে সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহে পণ্য বা সেবা সরবরাহের ক্ষেত্রে একচ্ছত্র অধিকার ভোগ করেন (পাবলিক প্রকিউরমেন্ট রুলস, ২০০৮ এর ধারা ৭৬);

- কপিরাইট রেজিস্ট্রেশন সনদ মেধাসম্পদের অবৈধ ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রশাসনিক, ফৌজদারি ও দেওয়ানি আদালতে আইনগত প্রতিকার লাভে সহায়ক হয়, তবে দেওয়ানি আদালতে আইনগত প্রতিকারের ক্ষেত্রে কপিরাইট রেজিস্ট্রেশন সনদ দাখিল বাধ্যতামূলক;
- বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ইউটিউবসহ বিভিন্ন ডিজিটাল মিডিয়ায় সংগীত, নাটক, চলচ্চিত্র, ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান ইত্যাদি আপলোড অথবা অভিযোগ দাখিলের ক্ষেত্রে কপিরাইট রেজিস্ট্রেশন সনদ মালিকানা স্বত্বের প্রমাণক হিসেবে দাখিল করা যায়;
- প্রতিষ্ঠানের পরিচিতি/স্বকীয়তা তথা সুনামের(Goodwill) সুরক্ষা প্রদান;
- বাংলাদেশ বিশ্ব মেধাসম্পদ সংস্থার সদস্য হওয়ায় কপিরাইট সনদ বিশ্বের যে কোনো দেশে উক্ত দেশের প্রচলিত আইনের ভিত্তিতে অর্থনৈতিক ও নৈতিক অধিকার সংরক্ষণ করে।
- কপিরাইট রেজিস্ট্রিকৃত কোন কর্ম যা বাংলাদেশে তৈরি হলে কপিরাইট লঙ্ঘিত হতো এরূপ কোন কর্মের আমদানির বিরুদ্ধে রেজিস্ট্রার অফ কপিরাইটস এর নিকট নিষেধাজ্ঞা চাওয়ার সুযোগ রয়েছে, এক্ষেত্রে আমদানিকৃত লঙ্ঘিত অনুলিপি পাওয়া যেতে পারে এমন কোন উড়োজাহাজ, জাহাজ, যানবাহন, ডক বা আঙ্গিনায় প্রবেশ করা এবং অনুরূপ অনুলিপি পরীক্ষা করার ক্ষমতা রেজিস্ট্রার বা তার মনোনিত ব্যক্তির রয়েছে (কপিরাইট আইন, ২০২৩ এর ধারা ৭৬)।

রিলেটেড রাইট বা আনুষঙ্গিক অধিকার কার?

(ক) সম্প্রচারিত কর্মের ক্ষেত্রে সম্প্রচার সংস্থার;

(খ) মুদ্রণশৈলীর ক্ষেত্রে প্রকাশকের;

(গ) কোনো কর্মের সম্পাদনকারী হিসেবে অভিনেতা, গায়ক বা কণ্ঠশিল্পী, বাদ্যযন্ত্রী, নৃত্যকারী, দড়াবাজকর, ভোজবাজিকর, জাদুকর, সাপুড়ে, লেকচার প্রদানকারী অথবা কিছু সম্পাদন বা সংকলন করেন এমন যে কোনো ব্যক্তির।

পাইরেসি কি?

পাইরেসি হলো কপিরাইট স্বত্বাধিকারীর অনুমতি ব্যতীত সৃজনশীল কর্ম ব্যবহার বা পুনরুৎপাদন বা প্রদর্শন।

পাইরেসি এর কুফল:

বর্তমান ডিজিটাল বিশ্বে পাইরেসি নামক দুষ্ট গ্রহের কালোছায়া সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ছে। বাংলাদেশে এর প্রভাব খুবই প্রকট ও সুদূর প্রসারীও বটে। তবে চলচ্চিত্র, প্রকাশনা, সংগীত ও সম্প্রচার সেক্টরে এর আকার অত্যন্ত ভয়াবহ। ব্যবসা সফল চলচ্চিত্রের ডিজিটাল পাইরেসি এবং গীতিকার ও সুরকারের অনুমতি ছাড়াই ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সংগীত পরিবেশন নিত্য-নৈমিত্তিক বিষয়। এছাড়া এফএম ব্যান্ডের রেডিওতে কপিরাইট বা রিলেটেড রাইটের স্বত্বাধিকারীর অনুমতি ব্যতিরেকে গানের অহরহ সম্প্রচার করা হচ্ছে। বলাবাহুল্য পাইরেসির ক্ষতিকর প্রভাব সৃজনশীল কর্মের প্রণেতা থেকে শুরু করে ভোক্তা পর্যন্ত বিস্তৃত। পাইরেসির কারণে সৃজনশীল ব্যক্তি তাঁর আর্থিক অধিকার (মুনাফা বা রয়্যালিটি) থেকে যেমন বঞ্চিত হচ্ছে, তেমনি রাষ্ট্রও হারাচ্ছে রাজস্ব। অন্যদিকে ভোক্তা পাইরেসি পণ্য কিনে সঠিক মানের পণ্য থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। পাইরেসি সফটওয়্যার ব্যবহারের ফলে ব্যক্তিগত তথ্য এবং ব্যাংকের সঞ্চিত অর্থও নিরাপত্তা ঝুঁকির মধ্যে পড়ছে। সর্বোপরি রাষ্ট্রের ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন হওয়ার পাশাপাশি উদ্ভাবনী শিল্পে দেশি-বিদেশি পর্যাপ্ত বিনিয়োগ হয় না; ফলে উদ্ভাবনে ক্রমান্বয়ে পিছিয়ে পড়ছে বাংলাদেশ।

অর্থনৈতিক অধিকারের বিভিন্ন মেয়াদ:

(ক) কপিরাইট এর মেয়াদ:

- সাহিত্য, নাট্য, সংগীত ও শিল্পকর্মের প্রণেতার কপিরাইটের মেয়াদ জীবনকাল+৬০ বছর পর্যন্ত বলবৎ থাকে।

- চলচ্চিত্র, শব্দ-ধ্বনি রেকর্ডিং, ফটোগ্রাফ, তথ্য-প্রযুক্তিভিত্তিক ডিজিটাল কর্মের প্রণেতার কপিরাইটের মেয়াদ কর্মটির প্রথম প্রকাশের পরবর্তী বছরের শুরু হতে ৬০ বছর পর্যন্ত বলবৎ থাকে।

(খ) রিলেটেড রাইট বা আনুষঙ্গিক অধিকারের মেয়াদ:

- সম্পাদনকারীর রিলেটেড রাইটের মেয়াদ ৫০ বছর।
- সাহিত্যকর্মের প্রকাশকের মুদ্রণশৈলীগত বিন্যাস সংরক্ষণের অধিকার হিসেবে রিলেটেড রাইটের মেয়াদ ২৫ বছর।
- ফোনোগ্রাম প্রডিউসারের ফোনোগ্রাম সংরক্ষণের অধিকার হিসেবে রিলেটেড রাইটের মেয়াদ ২৫ বছর।

(গ) সম্প্রচার সংস্থার সম্প্রচার পুনরুৎপাদন অধিকারের মেয়াদ ২৫ বছর।

বাংলাদেশ কপিরাইট অফিস কর্তৃক প্রদেয় অন্যান্য সেবাসমূহ:

- ইউটিউবসহ ডিজিটাল মিডিয়ায় কপিরাইট লঙ্ঘন সংক্রান্ত আইনি পরামর্শ প্রদান;
- কপিরাইট অধিকার লংঘনকারী কপি বা অনুলিপিসমূহ অনুপ্রবেশরোধে আমদানীসহ অন্যান্য নিষেধাজ্ঞা জারি;
- কপিরাইট ও রিলেটেড রাইট সংক্রান্ত বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ হস্তান্তরের ক্ষেত্রে হস্তান্তর দলিলের রেজিস্ট্রেশন ও সত্যায়ন;
- কপিরাইট আইন লঙ্ঘন ও পাইরেসি রোধকল্পে বিশেষ অভিযান (টাস্কফোর্স) পরিচালনা;
- কপিরাইট আইনের আওতায় দায়েরকৃত কপিরাইট/রিলেটেড রাইট সংক্রান্ত বিভিন্ন অভিযোগ নিষ্পত্তিকরণ;
- বোর্ড অথবা রেজিস্ট্রারের হেফাজতে রক্ষিত যে কোনো সরকারি দলিলের প্রত্যায়িত প্রতিলিপি প্রদান;
- নিবন্ধন বহি/সূচি/ইনডেক্স হতে উদ্ধৃতি প্রদান অথবা উদ্ধৃতির প্রত্যায়িত কপি প্রদান;
- বেতার/টেলিভিশন/ই-মেইল/ওয়েবসাইট/অন্যান্য প্রাগ্রসর ইলেকট্রনিক মাধ্যমে সম্প্রচার রেজিস্ট্রিকরণ;
- কোনো ভাষায় সাহিত্য অথবা নাট্যকলা বিষয়ক কর্মের অনুবাদ প্রকাশ বা উপস্থাপনের লাইসেন্স প্রদান;
- সাহিত্য, নাট্যকলা, কম্পিউটার, সফ্টওয়্যার, সংগীত কর্ম, শিল্পকর্ম, চলচ্চিত্র কর্ম, রেকর্ড কর্ম, অপ্রকাশিত বাংলাদেশি যে কোনো কর্মের প্রকাশ/পুনঃপ্রকাশ/পুনর্মুদ্রণের লাইসেন্স প্রদান;
- মেধাসম্পদ সম্মাননা স্বীকৃতি প্রদান;
- ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম যেমন ইউটিউব চ্যানেল, ওয়েবসাইট বা মোবাইল অ্যাপস এ কোন নাটক, সিনেমা, গান ইত্যাদি সাংস্কৃতিক কনটেন্ট আপলোড করে বাণিজ্যিক সম্প্রচারের মাধ্যমে অর্থ উপার্জনের অনুমতি প্রদান।

কখন কপিরাইট বা রিলেটেড রাইট লঙ্ঘিত হয়?

কপিরাইট বা রিলেটেড রাইটের বৈধ মালিক বা প্রণেতার অনুমতি বা লাইসেন্স ছাড়া কিংবা লাইসেন্সের শর্ত ভঙ্গ করে কৃত কোন কাজ কপিরাইট লঙ্ঘন হিসেবে বিবেচিত হবে।

কপিরাইট লঙ্ঘন হলে প্রতিকার:

কপিরাইট লঙ্ঘনজনিত অপরাধ এর মামলা ফৌজদারি বা দেওয়ানি আদালতে দায়ের করা যায়। এছাড়াও সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি কপিরাইট অফিসে অভিযোগ দাখিল করতে পারেন।

কপিরাইট লঙ্ঘনের শাস্তি:

কপিরাইট আইন, ২০২৩ এ কপিরাইট লঙ্ঘনজনিত বিভিন্ন অপরাধের বিভিন্ন মেয়াদের শাস্তি ও জরিমানার বিধান রাখা হয়েছে। যেখানে সর্বোচ্চ ০৫ বছর কারাদন্ড এবং অনধিক ১০ লক্ষ টাকা জরিমানা নির্ধারণ করা হয়েছে। এছাড়া নিয়মিত বিচার ব্যবস্থার পাশাপাশি কপিরাইট আইন, ২০২৩ এর ১১৫ ধারা অনুযায়ী কপিরাইট আইনে বর্ণিত অপরাধসমূহের মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে তাৎক্ষনিক বিচারের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

কপিরাইট রেজিস্ট্রেশনের পদ্ধতি:

কপিরাইট অফিস কপিরাইট রেজিস্ট্রেশনের ক্ষেত্রে অনলাইন এবং ম্যানুয়্যাল দুই ধরনের রেজিস্ট্রেশন সেবা প্রদান করে থাকে।

ম্যানুয়েল পদ্ধতি ও সংযুক্তি:

১. সংশ্লিষ্ট ০২ (দুই) কপি কর্মসহ নির্ধারিত ফরমে পুরণকৃত আবেদনপত্র ০২ (দুই) কপি (ফরম-২);
২. পাসপোর্ট সাইজের এক কপি সত্যায়িত ছবি;
৩. বাংলাদেশের নাগরিকত্ব প্রমাণের জন্য আবেদনকারীর জাতীয় পরিচয়পত্র/ পাসপোর্ট/ জন্ম নিবন্ধনের প্রত্যায়িত ফটোকপি;
৪. সফটওয়্যার কর্মের ক্ষেত্রে ব্যবহার উপযোগিতা/ শিল্পকর্মের ক্ষেত্রে কর্মটি শৈল্পিক ব্যাখ্যা/ সংগীত কর্মের ক্ষেত্রে গীতিকার, সুরকার ও কন্ঠশিল্পীর নাম উল্লেখসহ গানের তালিকা;
৫. বাংলাদেশ/ সোনালী ব্যাংক লিমিটেড এর যেকোন শাখায় ১-৩৪৩৭-০০০০-১৮৪১ কোড নম্বরে ১০০০/- (এক হাজার) টাকা ট্রেজারি চালান করে এর মূল কপি এবং একটি ফটোকপি, এছাড়া শিওর ক্যাশের মাধ্যমে অনলাইনেও কপিরাইট ফি জমা দেয়া যায়;
৬. কর্মটি মৌলিক, আদালতে কোন মামলা বিচারাধীন নেই এবং প্রদত্ত তথ্য নির্ভুল ঘোষণা সংবলিত অঙ্গীকারনামা (কার্টিজ পেপার-এ লিখিত বা টাইপকৃত);
৭. কর্মের সঙ্গে স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের অনাপত্তিপত্র (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে);
৮. হস্তান্তরসূত্রে কপিরাইটের মালিক হলে ৩০০/- (তিনশত) টাকার নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে নোটারি পাবলিক দ্বারা কপিরাইট হস্তান্তর দলিল।

প্রতিষ্ঠানের নামে কপিরাইট রেজিস্ট্রেশনের জন্য উল্লিখিত কাগজপত্রের সঙ্গে অতিরিক্ত যে সকল কাগজপত্র দাখিল করতে হবে:

ক) কোম্পানির মেমোরেন্ডাম (শেয়ার হোল্ডারদের মালিকানা স্বত্বের সংশ্লিষ্ট পৃষ্ঠা), ট্রেড লাইসেন্স, টিআইএন সার্টিফিকেট এর প্রত্যায়িত ফটোকপি।
খ) নিয়োগকর্তা হিসেবে প্রতিষ্ঠান স্বত্বাধিকারী হলে সৃজনকারীকে প্রতিষ্ঠান প্রদত্ত নিয়োগপত্রের প্রত্যায়িত ফটোকপি। (বি:দ্র: বর্তমানে অনলাইন পদ্ধতি চালু হওয়ায় ম্যানুয়েল পদ্ধতিকে নিরুৎসাহিত করা হয়)।

অনলাইন পদ্ধতি:

বাংলাদেশ কপিরাইট অফিসের http://www.copyrightoffice.gov.bd ওয়েবসাইটে প্রবেশ করার পর "অনলাইন আবেদন" শীর্ষক অপশনে ক্লিক করে আবেদন সম্পন্ন করা যাবে। অনলাইন আবেদনের ক্ষেত্রে ম্যানুয়েল পদ্ধতিতে উল্লেখিত সংযুক্তিসমূহের সফটকপি দাখিল করতে হবে ।

তৃতীয় অধ্যায়
আইনী প্রতিকার

বিগত ২০২৩-২৪ অর্থ বছরে কপিরাইট অফিস ও কপিরাইট বোর্ডের মাধ্যমে প্রদত্ত সেবাসমূহ।

কপিরাইট অফিসের প্রধান কার্যাবলী:

ক) কপিরাইট সংক্রান্ত কর্মের রেজিষ্ট্রেশন ও সনদপত্র প্রদান;
খ) কপিরাইট সংক্রান্ত বিষয়ে উদ্ভূত বিরোধসমূহ নিষ্পত্তিকরণ;
গ) বিদেশী ভাষা থেকে বাংলা ভাষায় অনুবাদ/ পুনঃপ্রকাশের লাইসেন্স প্রদান;
ঘ) সম্প্রচার সংক্রান্ত বিদেশী কর্মের বাংলায় অনুবাদ করার লাইসেন্স প্রদান;
ঙ) কপিরাইট রেজিস্ট্রিকৃত কর্মের অবৈধ কপি আমদানি বন্ধকরণ;
চ) সাহিত্যকর্ম/ নাট্যকর্মের অনুবাদ, প্রকাশ কিংবা পুনরুৎপাদন এর লাইসেন্স প্রদান;
ছ) কপিরাইট সমিতি/ Collective Management Organaization (CMO) নিবন্ধন;
জ) কপিরাইট সংক্রান্ত রেজিস্ট্রিকৃত কর্মের নমুনা সংরক্ষণ;
ঝ) কপিরাইট সংক্রান্ত বিষয়ে সরকারকে সময়ে সময়ে পরামর্শ প্রদান;
ঞ) ইনোভেশন বা সৃজনশীল কার্যক্রমকে প্রনোদনা ও উৎসাহ প্রদান।

কপিরাইট বোর্ড:

কপিরাইট আইন, ২০২৩ এর ১১ ধারার বিধান মতে একজন চেয়ারম্যান ও দুই থেকে ছয়জন সদস্য নিয়ে কপিরাইট বোর্ড গঠিত হবে। চেয়ারম্যান ও সদস্যগণ সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হবেন। রেজিস্ট্রার অব কপিরাইট, কপিরাইট বোর্ডের সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। বর্তমানে একজন সভাপতি এবং ছয়জন সদস্য নিয়ে কপিরাইট বোর্ড পরিচালিত হচ্ছে। কাপিরাইট বোর্ড হচ্ছে রেজিস্ট্রার অব কপিরাইট এর এ্যাপিলেট অথরিটি।

কপিরাইট বোর্ডের কার্যাবলি:

নিম্নবর্ণিত কোনো বিষয়ে বিরোধ দেখা দিলে বিরোধটি বোর্ডের নিকট প্রেরণ করলে প্রতিকার পাওয়া যাবে; যথা:-

(ক) কোনো কর্ম প্রকাশিত হইয়াছে কি না অথবা কর্মটির প্রকাশনার তারিখ ও কপিরাইটের মেয়াদ সম্পর্কে;
(খ) অন্য কোনো দেশে কোনো কর্মের কপিরাইটের মেয়াদ এই আইনের অধীন উক্ত কর্মের কপিরাইটের মেয়াদ হইতে সংক্ষিপ্ততর কি না;
(গ) সংগীত কর্মের স্বত্ব; অথবা
(ঘ) রয়্যালটির হার সম্পর্কে।

২০২৩-২৪ অর্থ বছরে ০৩টি বোর্ড সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত বোর্ড সভায় ১৩টি মামলা নিষ্পত্তি করা হয়েছে এবং ০৮টি মামলা অনিষ্পন্ন রয়েছে। নিষ্পত্তিকৃত মামলাগুলোর মধ্যে শেলী কাদের বনাম জি-সিরিজ, শেলী কাদের বনাব অনুপম রেকর্ডিং মিডিয়া, জাহিদ পিন্টু বনাম লেজার ভিশন, জাহিদ পিন্টু বনাম জি-সিরিজ, মাইলস ব্যান্ড বনাম শাফিন আহমেদ মামলাগুলো উল্লেখযোগ্য।

কপিরাইট অফিস কর্তৃক বিরোধ নিষ্পত্তি:

২০২৩-২৪ অর্থ বছরে রেজিস্ট্রার অফ কপিরাইটস বরাবর ১০টি অভিযোগ দাখিল করা হয়। দাখিলকৃত অভিযোগের মধ্যে ০৩টি নিষ্পত্তি করা হয়েছে এবং ০৭টি অনিষ্পন্ন রয়েছে। নিষ্পত্তিকৃত অভিযোগগুলোর মধ্যে বাউল সম্রাট শাহ আব্দুল করিম এর গানের অবৈধ বানিজ্যিক ব্যবহারের বিরুদ্ধে অভিযোগ এবং থ্রিএস সফটওয়্যার এর মোঃ তৌফিক হাসান বনাম তৌহিদ রিজওয়ান রাজ্জাক এর অভিযোগগুলো উল্লেখযোগ্য।

কপিরাইট টাস্কফোর্স-এর কার্যক্রম:

কপিরাইট আইন, ২০০০ (২০০৫ সালে সংশোধিত) এর আওতায় মেধাস্বত্ব তথা সাহিত্যকর্ম, নাট্যকর্ম, সংগীতকর্ম, শিল্পকর্ম, চলচ্চিত্র (ফিল্ম), শব্দ রেকর্ডিং, সম্প্রচার প্রোগ্রাম, কম্পিউটার প্রোগ্রাম ইত্যাদি সৃজনশীল কর্মের কপিরাইট লঙ্ঘন এবং পাইরেসির মাধ্যমে অডিও ও ভিডিও ক্যাসেট, সিডি, ভিসিডি, ডিভিডি, সফটওয়্যার ইত্যাদি প্রস্তুত ও বিক্রয় বন্ধকল্পে সরকার কর্তৃক একটি টাস্কফোর্স গঠন করা হয়েছে।

কপিরাইট সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কর্মের বারচার্ট:

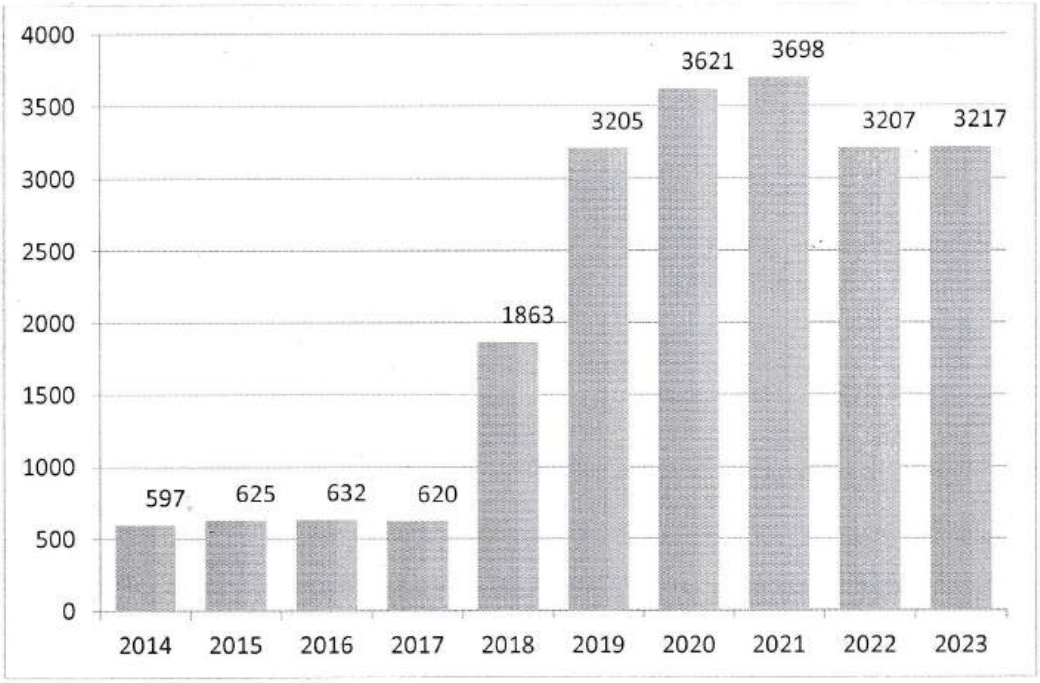

বারচার্টটির বাম পাশে আবেদন এবং নিচে ইয়ার বা বছর বুঝানো হয়েছে।

২০১৪ সন থেকে ২০২৩ সন পর্যন্ত কপিরাইট সংশ্লিষ্ট সংগীতকর্মের পাই চার্ট:

ক্রমিক নং	বছর	জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত
১.	২০১৪	২৯
২.	২০১৫	১১
৩.	২০১৬	৫৬
৪.	২০১৭	৮২
৫.	২০১৮	১৮৯
৬.	২০১৯	১০০
৭.	২০২০	২০৬
৮.	২০২১	২০৫
৯.	২০২২	১৪৯
১০.	২০২৩	২৪০
	মোট	১২৬৭

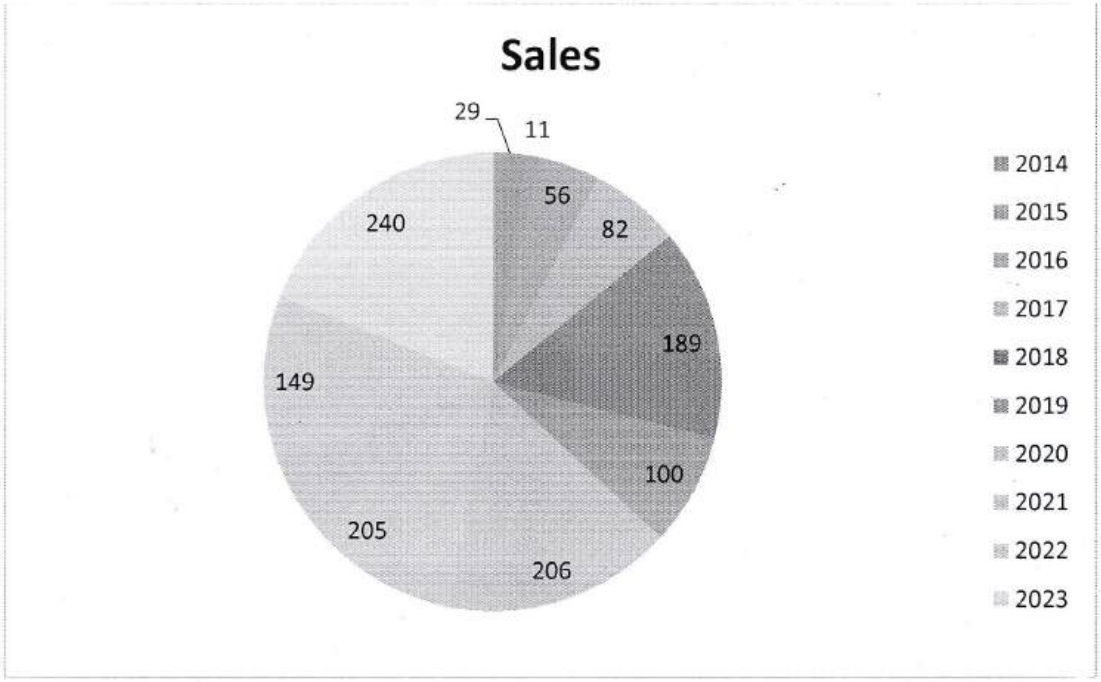

Fig. Copyright Registration of Music works 2014-2023

কপিরাইট অফিসের জনবল:

কপিরাইট অফিসের অনুমোদিত জনবল ৬০ জন। এর মধ্যে পূরণকৃত পদ ৪৬টি, শুন্যপদ ১৪টি এবং রাজস্বখাতে প্রস্তাবিত জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত পদ ২১টি। বিদ্যমান ৬০টি পদের বিবরণ নিম্নরূপ:

ক) প্রথম শ্রেণীর পদ ০৫ টি।
খ) দ্বিতীয় শ্রেণীর পদ ০৪ টি।
গ) তৃতীয় শ্রেণীর পদ ৩০ টি।
ঘ) চতুর্থ শ্রেণীর পদ ২১ টি (আউটসোর্সিং ১৭টিসহ)।

চতুর্থ অধ্যায়
গ্যালারি

২০২৩-২৪ অর্থবছরে বাংলাদেশ কপিরাইট অফিস কর্তৃক আয়োজিত সেমিনার ও কর্মশালার ছবি :

- বাংলাদেশ কপিরাইট অফিস এর উদ্যোগে আন্তর্জাতিক কপিরাইট দিবস উপলক্ষ্যে " স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে মেধাসম্পদের গুরুত্ব"-শীর্ষক এক সেমিনার গত ২৩ এপ্রিল ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়।

➢ বাংলাদেশ কপিরাইট অফিস এর উদ্যোগে প্রত্যন্ত এলাকার সুরকার, গীতিকার ও কণ্ঠশিল্পীদের নিয়ে "কপিরাইটের গুরুত্ব ও অনলাইন কপিরাইটের ব্যবহার "-শীর্ষক কর্মশালা গত ২৫ অক্টোবর ২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়।

➢ বাংলাদেশ কপিরাইট অফিস এর উদ্যোগে "সফটওয়্যার প্রণেতাদের মেধাসম্পদ সংরক্ষণে কপিরাইট নিবন্ধনের ভূমিকা "-শীর্ষক সেমিনার **গত ২৪ জানুয়ারি ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়।**

- বাংলাদেশ কপিরাইট অফিস এর উদ্যোগে " স্মার্ট কপিরাইট, স্মার্ট বাংলাদেশ (ফোকাস: চতুর্থ শিল্প বিপ্লব) "-শীর্ষক ওয়ার্কশপ **গত ২১ মার্চ ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়।**

- বাংলাদেশ কপিরাইট অফিস এর উদ্যোগে "সাহিত্য সংক্রান্ত মেধাসম্পদ সুরক্ষায় অংশীজনদের ভূমিকা" শীর্ষক সেমিনার **গত ২৭ মে ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়।**

➢ বাংলাদেশ কপিরাইট অফিস এর উদ্যোগে "সংগীত ও চলচ্চিত্র কর্মের পাইরেসি প্রতিরোধে আঞ্চলিক অংশীজনদের ভূমিকা" শীর্ষক সেমিনার **গত ০৯ মে ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়।**

➢ বাংলাদেশ কপিরাইট অফিস এর উদ্যোগে "স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে কপিরাইট আইন, ২০২৩ এর প্রয়োগ ও বাস্তবতা" শীর্ষক সেমিনার **গত ২৩ মে ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়।**

WIPO এবং জাপান কপিরাইট অফিসের সহযোগিতায় বাংলাদেশ কপিরাইট অফিস ও বিএলসিপিএস-এর যৌথ আয়োজনে দিনব্যাপী "কপিরাইট ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত সংস্থাসমূহের পরিচালনার নিমিত্ত ওয়াইপো মেন্টরশিপ প্রোগ্রাম" গত ০৪ জুন ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়।

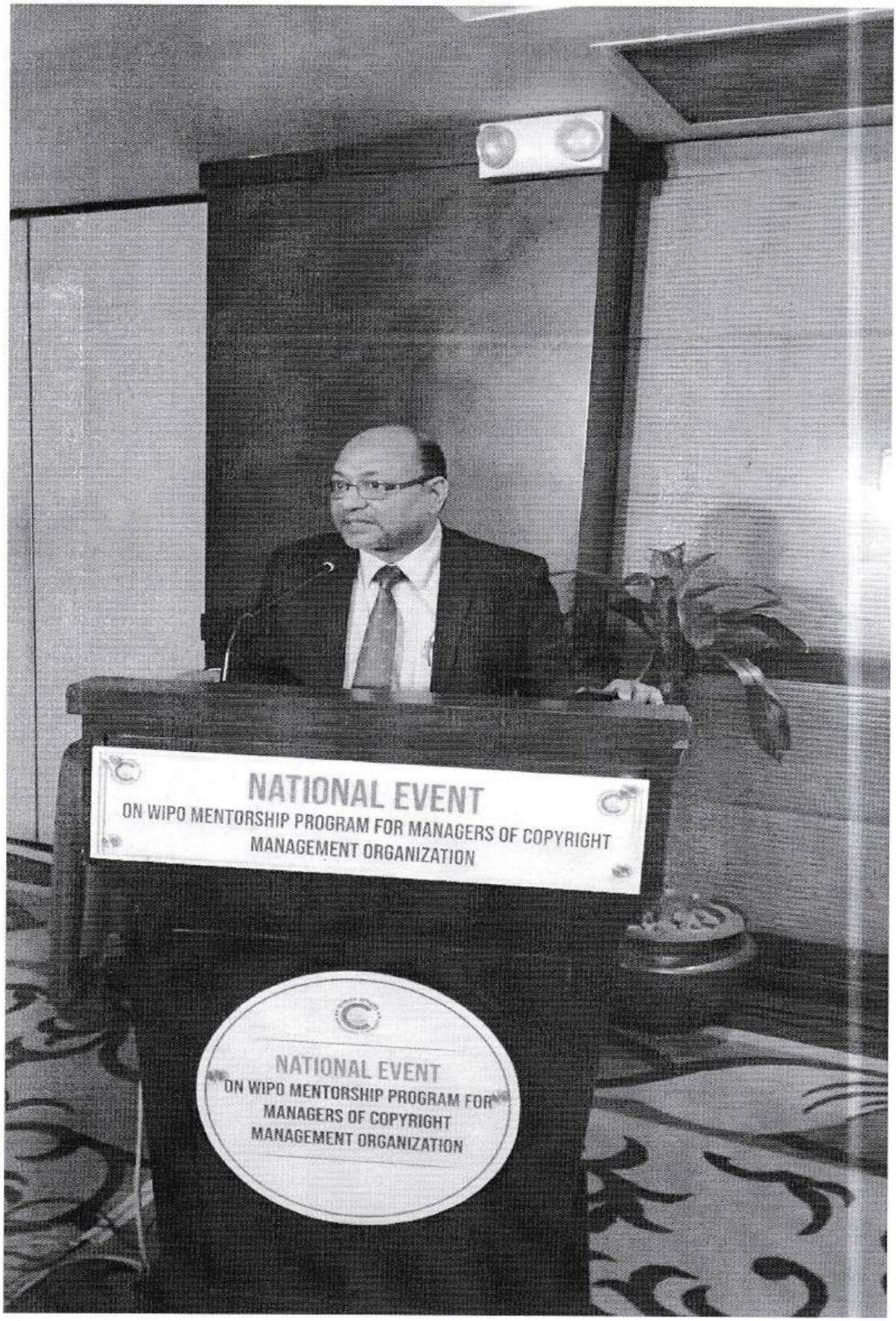
NATIONAL EVENT
ON WIPO MENTORSHIP PROGRAM FOR MANAGERS OF COPYRIGHT MANAGEMENT ORGANIZATION
NATIONAL EVENT
ON WIPO MENTORSHIP PROGRAM FOR MANAGERS OF COPYRIGHT MANAGEMENT ORGANIZATION

পঞ্চম অধ্যায়
সুশাসন ও জবাবদিহিতা

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি:

সরকার ঘোষিত নীতি ও কর্মসূচির যথাযথ বাস্তবায়নের মাধ্যমে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জন এবং সরকারি কর্মকাণ্ডে দায়বদ্ধতা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে ২০১৪-১৫ অর্থবছর হতে সরকারি কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি চালু করা হয়েছে। সরকারের সার্বিক উন্নয়ন অগ্রাধিকার, সরকারের নির্বাচনি ইশতেহার, SDG, প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ও সপ্তম/অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন-লক্ষ্যমাত্রা, Allocation of Business এবং মন্ত্রণালয়ের বাজেট কাঠামোর আলোকে প্রত্যেক মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর ও সংস্থা বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি প্রণয়ন করে। সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব খলিল আহমদ এর অধীন দপ্তর/সংস্থার প্রধানগণের সাথে ২১শে জুন ২০২৩ তারিখ এক অনুষ্ঠানের মাধ্যেমে ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর করেন।

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল:

দীর্ঘ নয় মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ ও ঐতিহাসিক সংগ্রামের মাধ্যমে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জন করে। এই দীর্ঘ সংগ্রামের চালিকাশক্তি ছিল একটি সুখী, সমৃদ্ধ ও শান্তিপূর্ণ সমাজের স্বপ্ন। ১৯৭৪ সালের ২৫শে ডিসেম্বর জাতির উদ্দেশ্যে প্রদত্ত ভাষণে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, "সুখী ও সমৃদ্ধশালী দেশ গড়তে হলে দেশবাসীকে কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে উৎপাদন বাড়াতে হবে। কিন্তু একটি কথা ভুলে গেলে চলবে না–চরিত্রের পরিবর্তন না হলে এই অভাগা দেশের ভাগ্য ফেরানো যাবে কি না সন্দেহ। স্বজনপ্রীতি, দুর্নীতি ও আত্মপ্রবঞ্চনার ঊর্ধ্বে থেকে আমাদের সকলকে আত্মসমালোচনা, আত্মসংযম ও আত্মশুদ্ধি করতে হবে।" আমাদের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড ও রাষ্ট্রীয় সকল কাজে শুদ্ধাচার ও নিষ্ঠার ওপর সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করতে হবে।

শুদ্ধাচার বলতে সাধারণভাবে নৈতিকতা ও সততা দ্বারা প্রভাবিত আচরণগত উৎকর্ষ বোঝায়। এর দ্বারা একটি সমাজের কালোত্তীর্ণ মানদণ্ড, নীতি ও প্রথার প্রতি আনুগত্যও বোঝানো হয়। ব্যক্তি পর্যায়ে এর অর্থ হলো কর্তব্যনিষ্ঠা ও সততা তথা চরিত্রনিষ্ঠা। শুদ্ধাচার সংক্রান্ত দলিলটিতে ও শুদ্ধাচারের এই অর্থকেই গ্রহণ করা হয়েছে। প্রাতিষ্ঠানিক শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠায় ব্যক্তি পর্যায়ে শুদ্ধাচার অনুশীলন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ; সমন্বিতরূপ হিসেবে প্রাতিষ্ঠানিক শুদ্ধাচার অনুশীলনও জরুরি। রাষ্ট্রীয় আইনকানুন ও অন্যান্য প্রাতিষ্ঠানিক নিয়মনীতি ও দর্শন এমনভাবে প্রণীত ও অনুসৃত হওয়া প্রয়োজন যাতে এগুলি শুদ্ধাচারী জীবন প্রতিষ্ঠায় সহায়ক হয়। বাংলাদেশের সংবিধানের চেতনা নির্দেশ করে যে, বাংলাদেশ হবে একটি ন্যায়ভিত্তিক, শুদ্ধাচারী সমাজ; এর নাগরিকবৃন্দ, পরিবার, রাষ্ট্র ও ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান এবং সুশীলসমাজও হবে দুর্নীতিমুক্ত ও শুদ্ধাচারী। ব্যক্তি মানুষের জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তা ও অধিকার সংরক্ষণ এবং সাংবিধানিক মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য রাষ্ট্রের আইনকানুন ও বিধিবিধান প্রণীত হয়েছে এবং অনুসৃত হচ্ছে।

সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সামগ্রিক উদ্যোগের সহায়ক কৌশল হিসেবে 'সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয় : জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল' প্রণয়ন করা হয়েছে। এর অংশ হিসেবে বাংলাদেশ কপিরাইট অফিসের সকল কর্মকাণ্ডে শুদ্ধাচার প্রতিফলনের জন্য অন্যান্য বছরের মতো ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরেও সুনির্দিষ্ট কৌশল প্রণয়ন এবং তা বাস্তবায়নের নিমিত্ত কর্মকাণ্ড পরিচালনা করছে। সম্মানিত সচিব সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের নৈতিকতা কমিটির সভাপতি। উক্ত কমিটি নিবিড়ভাবে এ সংক্রান্ত কার্যক্রম তদারকি করে থাকে।

সেবাপ্রদান প্রতিশ্রুতি (সিটিজেন্স চার্টার):

সেবাপ্রদান প্রতিশ্রুতি (সিটিজেন্স চার্টার) হলো নাগরিক ও সেবা প্রদানকারীদের মধ্যে একটি চুক্তি, যেখানে সেবা সংক্রান্ত যাবতীয় বিবরণ ও নির্দেশনা বিবৃত থাকে। সেবাপ্রদান প্রতিশ্রুতি সেবা প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা ও শৃঙ্খলা আনয়ন করে। সিটিজেন চার্টার সেবা কার্যক্রমে নাগরিকদের অংশীদারিত্ব বৃদ্ধি এবং সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জবাবদিহিতা বৃদ্ধি করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

কপিরাইট অফিসের সেবাপ্রদান প্রতিশ্রুতি সিটিজেন চার্টার:

নাগরিক সেবা:

ক্রমিক নং	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (নাম,পদবী,ফোন নম্বর ও ই-মেইল)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
১.	সৃজনশীল কর্মের রেজিস্ট্রেশন প্রদান করা	নির্ধারিত ফরমে আবেদন আহবান। (ফরম-২)	১. নির্ধারিত আবেদন ফরমের পূরণকৃত তিন কপি। ২. সৃজনশীল কর্মের দুটি কপি (প্রয়োজনে দুটি সফটকপি)। ৩. ১০০০/- টাকা ট্রেজারী চালানের মূল কপি সহ একটি ফটোকপি। ৪. কর্মটি মৌলিক মর্মে আদালতে কোন মোকদ্দমা বিচারাধীন নেই এবং প্রদত্ত তথ্য নির্ভুল ঘোষণা সংবলিত কার্টিজ পেপারে অঙ্গীকারনামা। ৫. হস্তান্তর সূত্রে মালিক হলে ৩০০/- (তিনশত) টাকার নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে কপিরাইট হস্তান্তর দলিল। ৬. বাংলাদেশের নাগরিকত্ব প্রমাণের জন্য আবেদনকারীর জাতীয় পরিচয়পত্র/ পাসপোর্টের সত্যায়িত ফটোকপি। ৭. পাসপোর্ট সাইজের দুই কপি সত্যায়িত ছবি।	বাংলাদেশ ব্যাংক/সোনালী ব্যাংকের যেকোন শাখায় ১-৩৪৩৭-০০০০-১৮৪১ কোড নম্বরে কপিরাইট রেজিস্ট্রেশনের ফি বাবদ ১০০০/-(এক হাজার) টাকা ট্রেজারী চালান করে তার মূল কপি জমা।	রেজিস্ট্রেশনের জন্য আবেদন ও হার্ডকপি দাখিল করার পর সর্বোচ্চ ৬০ (ষাট) কার্য দিবস এবং কমপক্ষে ৩০ কর্ম দিবস পর।	মোঃ দাউদ মিয়া এনডিসি রেজিস্ট্রার অব কপিরাইটস মোবাইল: 01712055612 ফোন : 028181437 ইমেইল: registrar@copyright office.gov.bd
২.	কপিরাইট রেজিস্টার বা বালামে অন্তর্ভুক্ত বিষয় সর্ম্পকে তথ্য প্রদান	সাদা কাগজে রেজিস্ট্রার অব কপিরাইট বরাবর আবেদন আহবান।	১. কর্মের নাম ও রেজিস্ট্রেশন নম্বরসহ আবেদন পত্র। ২. ৩০০/- টাকার ট্রেজারী চালানের মূল কপি।	বাংলাদেশ ব্যাংক/সোনালী ব্যাংকের যেকোন শাখায় ১-৩৪৩৭-০০০০-১৮৪১ কোড নম্বরে কপিরাইট রেজিস্টার বা বালামে অন্তভুক্তির বিষয় সর্ম্পকে তথ্য প্রদানের ফি বাবদ ৩০০/-(তিন শত) টাকা ট্রেজারী	১৫ কর্ম দিবস	মোঃ দাউদ মিয়া এনডিসি রেজিস্ট্রার অব কপিরাইটস মোবাইল: 01712055612 ফোন : 028181437 ইমেইল: registrar@copyright office.gov.bd

				চালান করে তার মূল কপি জমা।		
৩.	কপিরাইট রেজিস্ট্রেশন সংক্রান্ত কোন বিষয়ে আপত্তি উত্থাপিত হলে তার মিমাংসা।	উভয় পক্ষের উপস্থিতিতে শুনানি গ্রহণের মাধ্যমে।	১. প্রত্যেক পক্ষের দাবীর স্বপক্ষে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র। ২. শুনানির সময়সীমা বর্ধিতকরণের ক্ষেত্রে ৩০০/- টাকার ট্রেজারী চালানের মূল কপি।	১.শুনানীর জন্য কোন ফি এর প্রয়োজন নাই। ২.কিন্তু কোন পক্ষের শুনানির তারিখ বর্ধিতকরণের আবশ্যকতা হলে তার চাহিত আবেদনে তাকে বাংলাদেশ ব্যাংক/সোনালী ব্যাংকের যেকোন শাখায় ১-৩৪৩৭-০০০০-১৮৪১ কোড নম্বরে শুনানির সময় বর্ধিতকরণের ফি বাবদ ৩০০/-(তিন শত) টাকা ট্রেজারী চালান করে তার মূল কপি জমা দিতে হবে।	উভয় পক্ষের উপস্থিতি সাপেক্ষে সময় নির্ধারিত হয়ে থাকে।	মোঃ দাউদ মিয়া এনডিসি রেজিস্ট্রার অব কপিরাইটস মোবাইল: 01712055612 ফোন : 028181437 ইমেইল: registrar@copyright office.gov.bd
৪	কপিরাইট রেজিস্ট্রেশনের প্রক্রিয়া সম্পর্কে তাৎক্ষণিক তথ্য দান।	হেল্পডেস্ক ও হেল্পলাইনের মাধ্যমে।	কপিরাইট অফিসের হেল্পডেস্কে সরাসরি উপস্থিতির মাধ্যমে অথবা হেল্পলাইন নম্বর +৮৮-০১৫১১-৪৪০০৪৪	বিনামূল্যে	প্রতিকর্মদিবসে সকাল ৯:০০ টা থেকে বিকাল ৫:০০ টা পর্যন্ত।	হেল্প ডেস্কে দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যাক্তি হেল্প লাইন : ০১৫১১৪৪০০৪৪
৫	কপিরাইট সোসাইটি/সমিতি নিবন্ধণ	নির্ধারিত ফরমে আবেদন আহবান।(ফরম-৮)	১.পূরণকৃত নির্ধারিত আবেদন ফরম ২. ৫০০০/- টাকার ট্রেজারী চালানের মূল কপি। ৩. সংগঠনের সংঘ স্মারক ও সংঘ বিধির একটি কপি ৪. পরিচালনা পর্ষদের সদস্য হিসাবে কাজ করার উদ্দেশ্য,আবেদনে উল্লেখিত ব্যক্তিগণের লিখিত সম্মতি ৫. আবেদনের উদ্দেশ্য সম্বলিত একটি ঘোষণা	বাংলাদেশ ব্যাংক/সোনালী ব্যাংকের যেকোন শাখায় ১-৩৪৩৭-০০০০-১৮৪১ কোড নম্বরে কপিরাইট সোসাইটি/সমিতি নিবন্ধণের ফি বাবদ ৫০০০/-(পাঁচ হাজার) টাকা ট্রেজারী চালান করে তার মূল কপি জমা	সরকার রেজিস্ট্রার কর্তৃক আবেদনপত্র প্রাপ্তির ৩ (তিন) মাসের মধ্যে আবেদন নিবন্ধনভুক্ত কিংবা বাতিল করবেন।	মোঃ দাউদ মিয়া এনডিসি রেজিস্ট্রার অব কপিরাইটস মোবাইল: 01712055612 ফোন : 028181437 ইমেইল: registrar@copyright office.gov.bd
৬.	অপ্রকাশিত বাংলাদেশী কর্মের লাইসেন্স প্রদান	নির্ধারিত ফরমে আবেদন আহবান।	১.পূরণকৃত নির্ধারিত আবেদন ফরম ২. ৮০০/- টাকার ট্রেজারী চালানের মূল কপি। সংশ্লিষ্ট কর্মের ২ কপি	বাংলাদেশ ব্যাংক/সোনালী ব্যাংকের যেকোন শাখায় ১-৩৪৩৭-০০০০-১৮৪১ কোড নম্বরে অপ্রকাশিত বাংলাদেশী কর্মের লাইসেন্স প্রদান এর ফি বাবদ ৮০০/-(আট শত) টাকা ট্রেজারী চালান করে তার মূল কপি জমা দিতে হবে।		মোঃ দাউদ মিয়া এনডিসি রেজিস্ট্রার অব কপিরাইটস মোবাইল: 01712055612 ফোন : 028181437 ইমেইল: registrar@copyright office.gov.bd
৭.	কপিরাইট রেজিস্টারে নিবন্ধিত বিষয়াবলীতে পরিবর্তন করা।	নির্ধারিত ফরমে আবেদন আহবান। (ফরম-৩)	১. পূরণকৃত নির্ধারিত আবেদন ফরম ২. ৩০০/- টাকার ট্রেজারী চালানের মূল কপি।	বাংলাদেশ ব্যাংক/সোনালী ব্যাংকের যেকোন শাখায় ১-৩৪৩৭-০০০০-১৮৪১ কোড নম্বরে কপিরাইট রেজিস্টারে নিবন্ধিত বিষয়াবলীতে পরিবর্তনের ফি বাবদ ৩০০/-(তিন শত)	যৌক্তিক সময়	মোঃ দাউদ মিয়া এনডিসি রেজিস্ট্রার অব কপিরাইটস মোবাইল: 01712055612 ফোন : 028181437 ইমেইল: registrar@copyright office.gov.bd

				টাকা ট্রেজারী চালান করে তার মূল কপি জমা।		
৮	কপিরাইটের স্বত্ব নিয়োগ/চুক্তিপত্র নিবন্ধন।	নির্ধারিত ফরমে আবেদন আহবান	১. পূরণকৃত নির্ধারিত আবেদন ফরম ২. ৮০০/-টাকার ট্রেজারী চালানের মূল কপি	বাংলাদেশ ব্যাংক/সোনালী ব্যাংকের যেকোন শাখায় ১-৩৪৩৭-০০০০-১৮৪১ কোড নম্বরে কপিরাইটের স্বত্ব নিয়োগ/নির্ধারণের নিবন্ধীকরনের ফি বাবদ ৮০০/-(আট শত) টাকা ট্রেজারী চালান করে তার মূল কপি জমা।	রেজিস্ট্রেশনের জন্য আবেদন ও হার্ডকপি দাখিল করার পর সর্বোচ্চ ৬০ কর্ম দিবস	মোঃ দাউদ মিয়া এনডিসি রেজিস্ট্রার অব কপিরাইটস মোবাইল: 01712055612 ফোন : 028181437 ইমেইল: registrar@copyright office.gov.bd
৯	কপিরাইট অফিস হতে রেজিস্ট্রারের হেফাজতে থাকা কোন সরকারী দলিল এর সত্যায়িত কপি প্রদান।	সাদা কাগজে আবেদন	১.আবেদনপত্র ২. ৩০০/- টাকার ট্রেজারী চালানের মূল কপি।	বাংলাদেশ ব্যাংক/সোনালী ব্যাংকের যেকোন শাখায় ১-৩৪৩৭-০০০০-১৮৪১ কোড নম্বরে কপিরাইট রেজিস্ট্রারের হেফাজতে থাকা সরকারী দলিল এর সত্যায়িত কপি পাওয়ার ফি বাবদ ৩০০/-(তিন শত) টাকা ট্রেজারী চালান করে তার মূল কপি জমা।	১৫ কর্ম দিবস	মোঃ দাউদ মিয়া এনডিসি রেজিস্ট্রার অব কপিরাইটস মোবাইল: 01712055612 ফোন : 028181437 ইমেইল: registrar@copyright office.gov.bd
১০	রেজিস্ট্রার অফ কপিরাইটসের আদেশ এর বিরুদ্ধে কপিরাইট বোর্ডে আপীল।	১. সাদা কাগজে আবেদন ২. ২০০০/- টাকার ট্রেজারী চালানের মূল কপি।	১. সাদা কাগজে আবেদনপত্র ২. ২০০০/- টাকার ট্রেজারী চালানের মূল কপি।	বাংলাদেশ ব্যাংক/সোনালী ব্যাংকের যেকোন শাখায় ১-৩৪৩৭-০০০০-১৮৪১ কোড নম্বরে কপিরাইট বোর্ডে আপীল এর ফি বাবদ ২০০০/-(দুই হাজার) টাকা ট্রেজারী চালান করে তার মূল কপি জমা।	রেজিস্ট্রারের আদেশ প্রদানের তারিখ হতে ৩ (তিন) মাসের মধ্যে আপীল করতে হবে। (বোর্ডের সভা অনুষ্ঠিত হওয়ার উপর নির্ভর করে)	কপিরাইট বোর্ড
১১	বিভিন্ন কর্ম পুর্নমুদ্রণ/ প্রকাশের লাইসেন্স প্রদান।	সাদা কাগজে আবেদন আহবান	১.আবেদনপত্র ২. ১৫০০/- টাকার ট্রেজারী চালানের মূল কপি।	বাংলাদেশ ব্যাংক/সোনালী ব্যাংকের যেকোন শাখায় ১-৩৪৩৭-০০০০-১৮৪১ কোড নম্বরে পুনর্মুদ্রণ/প্রকাশের লাইসেন্স পাওয়ার ফি বাবদ ১৫০০/-(পনেরো শত) টাকা ট্রেজারী চালান করে তার মূল কপি জমা।	যৌক্তিক সময়	কপিরাইট বোর্ড
১২	চলচ্চিত্রের পুর্নমুদ্রণ/প্রকাশের লাইসেন্স	সাদা কাগজে আবেদন আহবান	১.আবেদনপত্র ২. ৩০০০/- টাকার ট্রেজারী চালানের মূল কপি।	বাংলাদেশ ব্যাংক/সোনালী ব্যাংকের যেকোন শাখায় ১-৩৪৩৭-০০০০-১৮৪১ কোড নম্বরে পুনর্মুদ্রণ/প্রকাশের লাইসেন্স পাওয়ার ফি বাবদ ৩০০০/-(তিন হাজার) টাকা ট্রেজারী চালান করে তার মূল কপি জমা।	যৌক্তিক সময়	কপিরাইট বোর্ড

১৩	কপিরাইট লঙ্ঘনকারী কপিসমূহের অনুপ্রবেশ রোধ	১.নির্ধারিত ফরমে আবেদন। (ফরম-৬) ২. ১৬০০০/- টাকার ট্রেজারী চালানের মূল কপি।	১.নির্ধারিত ফরমে আবেদনপত্র ২. ১৬০০০/- টাকার ট্রেজারী চালানের মূল কপি।	বাংলাদেশ ব্যাংক/সোনালী ব্যাংকের যেকোন শাখায় ১-৩৪৩৭-০০০০-১৮৪১ কোড নম্বরে কপিরাইট লঙ্ঘনকারী কপিসমূহের অনুপ্রবেশ রোধের ফি বাবদ ১৬০০০/-(ষোল হাজার) টাকা ট্রেজারী চালান করে তার মূল কপি জমা।	যৌক্তিক সময়	মোঃ দাউদ মিয়া এনডিসি রেজিস্ট্রার অব কপিরাইটস মোবাইল: 01712055612 ফোন : 028181437 ইমেইল: registrar@copyright office.gov.bd
১৪	কোন ভাষায় সাহিত্য ও নাট্যকলা বিষয়ক কর্মের অনুবাদ প্রকাশ ও উপাস্থাপণ এর লাইসেন্স	১.নির্ধারিত আবেদন ফরমে আবেদন(ফরম-৪) ২. ১৫০০/- টাকার ট্রেজারী চালানের মূল কপি।	১.আবেদনপত্র ২. ১৫০০/- টাকার ট্রেজারী চালানের মূল কপি।	বাংলাদেশ ব্যাংক/সোনালী ব্যাংকের যেকোন শাখায় ১-৩৪৩৭-০০০০-১৮৪১ কোড নম্বরে কর্মের অনুবাদ প্রকাশ ও উপাস্থাপণ এর ফি বাবদ ১৫০০/-(পনেরো শত) টাকা ট্রেজারী চালান করে তার মূল কপি জমা।	যৌক্তিক সময়	কপিরাইট বোর্ড
১৫	সূচী / ইনডেকসার হতে উদ্ধৃতি গ্রহণ	১. সাদা কাগজে কর্মের নাম উল্লেখপূর্বক রেজিস্ট্রার অব কপিরাইট বরাবর আবেদন ২.৩০০/- টাকার ট্রেজারী চালানের মূল কপি	১.সাদা কাগজে আবেদন ২.৩০০/- টাকার ট্রেজারী চালানের মূল কপি	বাংলাদেশ ব্যাংক/সোনালী ব্যাংকের যেকোন শাখায় ১-৩৪৩৭-০০০০-১৮৪১ কোড নম্বরে সূচী/ ইনডেকসার হতে উদ্ধৃতি গ্রহণ এর ফি বাবদ ৩০০/-(তিনশত) টাকা ট্রেজারী চালান করে তার মূল কপি জমা।	১৫ কর্ম দিবস	মোঃ দাউদ মিয়া এনডিসি রেজিস্ট্রার অব কপিরাইটস মোবাইল: 01712055612 ফোন : 028181437 ইমেইল: registrar@copyright office.gov.bd
১৬	নিবন্ধন বই বা সূচী/ইনডেসার হতে উদ্ধৃতির সত্যায়িত কপি প্রদান।	১.সাদা কাগজে কর্মের নামে উল্লেখপূর্বক রেজিস্ট্রার অব কপিরাইট বরাবর আবেদন ২.৩০০/- টাকার ট্রেজারী চালানের মূল কপি	১.সাদা কাগজে আবেদন ২.৩০০/- টাকার ট্রেজারী চালানের মূল কপি	বাংলাদেশ ব্যাংক/সোনালী ব্যাংকের যেকোন শাখায় ১-৩৪৩৭-০০০০-১৮৪১ কোড নম্বরে সূচী/ ইনডেকসার হতে উদ্ধৃতি গ্রহণ এর ফি বাবদ ৩০০/-(তিনশত) টাকা ট্রেজারী চালান করে তার মূল কপি জমা।	১৫ কর্ম দিবস	মোঃ দাউদ মিয়া এনডিসি রেজিস্ট্রার অব কপিরাইটস মোবাইল: 01712055612 ফোন : 028181437 ইমেইল: registrar@copyright office.gov.bd
১৭	কপিরাইট পরিত্যাগ	১.নির্ধারিত আবেদন ফরমে আবেদন(ফরম-৫) ২. ১০০০/- টাকার ট্রেজারী চালানের মূল কপি।	১.নির্ধারিত আবেদন ফরমে আবেদন ২. ১০০০/- টাকার ট্রেজারী চালানের মূল কপি।	বাংলাদেশ ব্যাংক/সোনালী ব্যাংকের যেকোন শাখায় ১-৩৪৩৭-০০০০-১৮৪১ কোড নম্বরে কপিরাইট পরিত্যাগের ফি বাবদ ১০০০/-(এক হাজার) টাকা ট্রেজারী চালান করে তার মূল কপি জমা।	১৫ কর্ম দিবস	মোঃ দাউদ মিয়া এনডিসি রেজিস্ট্রার অব কপিরাইটস মোবাইল: 01712055612 ফোন : 028181437 ইমেইল: registrar@copyright office.gov.bd
১৮	ই-কপিরাইট	নির্ধারিত ফরমে অনলাইনে আবেদন আহবান। (ফরম-২)	১.অনলাইনে নির্ধারিত আবেদন ফরম পূরণ করে দাখিল। ২.অনলাইনে দাখিলকৃত	বাংলাদেশ ব্যাংক/সোনালী ব্যাংকের যেকোন শাখায় ১-৩৪৩৭-০০০০-১৮৪১ কোড নম্বরে কপিরাইট	রেজিস্ট্রেশনের জন্য আবেদন করার পর সর্বোচ্চ ৬০ (ষাট) কার্য দিবস এবং কমপক্ষে ৩০ কর্ম	মোঃ দাউদ মিয়া এনডিসি রেজিস্ট্রার অব কপিরাইটস মোবাইল: 01712055612 ফোন : 028181437

			সৃজনশীল কর্মের 1টি হার্ড কপি।	রেজিস্ট্রেশনের ফি বাবদ ১০০০/-(এক হাজার) টাকা ট্রেজারী চালান করে তার মূল কপি জমা।	দিবস পর।	ইমেইল: registrar@copyright office.gov.bd
১৯	ইনোভেশন	ই-কপিরাইট, ই-নথি, ই-মেইল ও ওয়েবসাইট।	কপিরাইট অফিসের বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি মূল্যায়ন কাঠামো, ২০১৯-২০২০	কপিরাইট অফিসের বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি মূল্যায়ন কাঠামো, ২০১৯-২০২০	কপিরাইট অফিসের বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি মূল্যায়ন কাঠামো, ২০১৯-২০২০	মোঃ দাউদ মিয়া এনডিসি রেজিস্ট্রার অব কপিরাইটস মোবাইল: 01712055612 ফোন : 028181437 ইমেইল: registrar@copyright office.gov.bd
২০	শুদ্ধাচার	ই-কপিরাইট, ই-নথি, ই-মেইল ও ওয়েবসাইট।	কপিরাইট অফিসের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ কাঠামো, ২০১৯-২০২০	কপিরাইট অফিসের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ কাঠামো, ২২০১৯-২০২০	কপিরাইট অফিসের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ কাঠামো, ২০১৯-২০২০	মোঃ দাউদ মিয়া এনডিসি রেজিস্ট্রার অব কপিরাইটস মোবাইল: 01712055612 ফোন : 028181437 ইমেইল: registrar@copyright office.gov.bd
২১	ই-নথি	এটুআই কর্তৃক প্রদত্ত নথি ব্যবস্থাপনা	ই-নথি সিস্টেম	ই-নথি সিস্টেম	ই-নথি সিস্টেম	মোঃ দাউদ মিয়া এনডিসি রেজিস্ট্রার অব কপিরাইটস মোবাইল: 01712055612 ফোন : 028181437 ইমেইল: registrar@copyright office.gov.bd

প্রাতিষ্ঠানিক সেবা:

ক্রমিক নং	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (নাম,পদবী,ফোন নম্বর ও ই-মেইল)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
১	বাজেট প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন	সরকারী আদেশ জারী		বিনামূল্যে	৩৬৫ দিন	মোঃ দাউদ মিয়া এনডিসি রেজিস্ট্রার অব কপিরাইটস মোবাইল: 01712055612 ফোন : 028181437 ইমেইল: registrar@copyright office.gov.bd
২	পদ সৃজন	পদ সৃজন পূর্বক তা অনুমোদনের জন্য প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়কে সুপারিশ।	ক) জনপ্রশাসন ও অর্থ মন্ত্রণালয়ের চেকলিস্ট অনুসরন পূর্বক কপিরাইট অফিসের প্রস্তাব খ)অনুমোদিত সাংগঠনিক কাঠামোর কপি ফরম প্রাপ্তি স্থান:জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইট	বিনামূল্যে	১৯০ কর্মদিবস	মোঃ দাউদ মিয়া এনডিসি রেজিস্ট্রার অব কপিরাইটস মোবাইল: 01712055612 ফোন : 028181437 ইমেইল: registrar@copyright office.gov.bd
3	ই-কপিরাইট	নির্ধারিত ফরমে অনলাইনে আবেদন আহবান। (ফরম-২)	১.অনলাইনে নির্ধারিত আবেদন ফরম পূরণ করে দাখিল। ২.অনলাইনে দাখিলকৃত সৃজনশীল কর্মের 1টি হার্ড কপি।	বাংলাদেশ ব্যাংক/ সোনালী ব্যাংকের যেকোন শাখায় ১-৩৪৩৭-০০০০-১৮৪১ কোড নম্বরে কপিরাইট	রেজিস্ট্রেশনের জন্য আবেদন করার পর সর্বোচ্চ ৬০ (ষাট) কার্য দিবস এবং	মোঃ দাউদ মিয়া এনডিসি রেজিস্ট্রার অব কপিরাইটস মোবাইল: 01712055612 ফোন : 028181437 ইমেইল:

				রেজিস্ট্রেশনের ফি বাবদ ১০০০/-(এক হাজার) টাকা ট্রেজারী চালান করে তার মূল কপি জমা	কমপক্ষে ৩০ কর্ম দিবস পর।	registrar@copyright office.gov.bd
4	ইনোভেশন	ই-কপিরাইট, ই-নথি, ই-মেইল ও ওয়েবসাইট।	কপিরাইট অফিসের বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি মূল্যায়ন কাঠামো, ২০১৯-২০২০	কপিরাইট অফিসের বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি মূল্যায়ন কাঠামো, ২০১৯-২০২০	কপিরাইট অফিসের বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি মূল্যায়ন কাঠামো, ২০২৩-২০২৪	মোঃ দাউদ মিয়া এনডিসি রেজিস্ট্রার অব কপিরাইটস মোবাইল: 01712055612 ফোন : 028181437 ইমেইল: registrar@copyright office.gov.bd
5	শুদ্ধাচার	ই-কপিরাইট, ই-নথি, ই-মেইল ও ওয়েবসাইট।	কপিরাইট অফিসের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ কাঠামো, ২০১৯-২০২০	কপিরাইট অফিসের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ কাঠামো, ২০১৯-২০২০	কপিরাইট অফিসের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ কাঠামো, ২০২৩-২০২৪	মোঃ দাউদ মিয়া এনডিসি রেজিস্ট্রার অব কপিরাইটস মোবাইল: 01712055612 ফোন : 028181437 ইমেইল: registrar@copyright office.gov.bd
6	ই-নথি	এটুআই কর্তৃক প্রদত্ত নথি ব্যবস্থাপনা	ই-নথি সিস্টেম	ই-নথি সিস্টেম	ই-নথি সিস্টেম	মোঃ দাউদ মিয়া এনডিসি রেজিস্ট্রার অব কপিরাইটস মোবাইল: 01712055612 ফোন : 028181437 ইমেইল: registrar@copyright office.gov.bd

অভ্যন্তরীণ সেবা:

ক্রমিক নং	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (নাম,পদবী,ফোন নম্বর ও ই-মেইল)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
১	অর্জিত ছুটি	সরকারী আদেশ জারী	(ক) সাদা কাগজে আবেদন পত্র (খ) নির্ধারিত ফরমে (বাংলাদেশ ফরম নং-২৩৯৫) প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা কর্তৃক প্রদত্ত ছুটি প্রাপ্যতার প্রতিবেদন গেজেটেড কর্মকর্তাদের ক্ষেত্রে)। প্রাপ্তিস্থান: হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তার কার্যালয়। গ)রেজিস্ট্রার অব কপিরাইট কর্তৃক প্রদত্ত ছুটি প্রাপ্যতার প্রত্যয়নপত্র (নন গেজেটেড কর্মচারীদের	বিনামূল্যে	(ক)নন-গেজেটেড কর্মচারিদের ক্ষেত্রে ৫ কর্মদিবস (খ)নন-ক্যাডার গেজেটেড কর্মকর্তাদের ক্ষেত্রে ৭ কর্মদিবস (গ)ক্যাডারভূক্ত কর্মকর্তাদের ক্ষেত্রে ৭ কর্ম দিবস।	মোঃ দাউদ মিয়া এনডিসি রেজিস্ট্রার অব কপিরাইটস মোবাইল: 01712055612 ফোন : 028181437 ইমেইল: registrar@copyright office.gov.bd

			ক্ষেত্রে) প্রাপ্তিস্থান: কাপরাইট অফিস।			
২	অর্জিত ছুটি (বহি:বাংলাদেশ)	সরকারী মঞ্জুরি আদেশ জারিমোতাবেক প্রাপ্ত আবেদনের ভিত্তিতে প্রধান সহকারী ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্তে রেজিস্ট্রার অব কপিরাইট / মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।	(ক) সাদা কাগজে আবেদন পত্র (খ) নির্ধারিত ফরমে (বাংলাদেশ ফরম নং-২৩৯৫) প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা কর্তৃক প্রদত্ত ছুটি প্রাপ্যতার প্রতিবেদন গেজেটেড কর্মকর্তাদের ক্ষেত্রে)। প্রাপ্তিস্থান: হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তার কার্যালয়।	বিনামূল্যে	(ক)নন-গেজেটেড কর্মচারীদের ক্ষেত্রে ৫ কর্মদিবস (খ)ক্যাডার/নন ক্যাডার গেজেটেড কর্মকর্তাদের ক্ষেত্রে ৭ কর্ম দিবস।	মোঃ দাউদ মিয়া এনডিসি রেজিস্ট্রার অব কপিরাইটস মোবাইল: 01712055612 ফোন : 028181437 ইমেইল: registrar@copyright office.gov.bd
৩	চিত্ত বিনোদন ছুটি	সরকারী আদেশ জারী মোতাবেক প্রধান সহকারী প্রাপ্ত আবেদনের ভিত্তিতে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ পূর্বক রেজিস্ট্রার অব কপিরাইট/মন্ত্রণালয় বরাবর প্রেরণ।	(ক) সাদা কাগজে আবেদন পত্র (খ) নির্ধারিত ফরমে (বাংলাদেশ ফরম নং-২৩৯৫) প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা কর্তৃক প্রদত্ত ছুটি প্রাপ্যতার প্রতিবেদন গেজেটেড কর্মকর্তাদের ক্ষেত্রে)। প্রাপ্তিস্থান: হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তার কার্যালয়।	বিনামূল্যে	(ক)নন-গেজেটেড কর্মচারীদের ক্ষেত্রে ৫ কর্মদিবস (খ)নন ক্যাডার গেজেটেড কর্মকর্তাদের ক্ষেত্রে ৭ কর্মদিবস (গ)ক্যাডারভূক্ত কর্মকর্তাদের ক্ষেত্রে ৭ কর্ম দিবস।	মোঃ দাউদ মিয়া এনডিসি রেজিস্ট্রার অব কপিরাইটস মোবাইল: 01712055612 ফোন : 028181437 ইমেইল: registrar@copyright office.gov.bd
৪	সিলেকশন গ্রেড/ টাইমস্কেল মঞ্জুরি	অর্থ বিভাগ কর্তৃক সময়ে সময়ে জারিকৃত আদেশ অনুযায়ী সরকারী মঞ্জুরি আদেশ জারি মোতাবেক প্রাপ্ত আবেদনের ভিত্তিতে প্রধান সহকারী ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্তে রেজিস্ট্রার অব কপিরাইট / মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।	(ক) সাদা কাগজে আবেদন পত্র খ) হালনাগাদ বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন (২য় শ্রেনীর কর্মকর্তাদের সিলেকশন গ্রেড মঞ্জুরির ক্ষেত্রে ৪ বছরের এসিআর এবং ৩য় শ্রেনীর কর্মচারীদের ক্ষেত্রে টাইমস্কেল ৮/১২/১৫ বছরের এসিআর)	বিনামূল্যে	(ক)নন গেজেটেড কর্মচারীদের ক্ষেত্রে ১০ কর্মদিবস (খ)১ম ও ২য় শ্রেনীর গেজেটেড কর্মকর্তাদের ক্ষেত্রে ১০ কর্মদিবস	মোঃ দাউদ মিয়া এনডিসি রেজিস্ট্রার অব কপিরাইটস মোবাইল: 01712055612 ফোন : 028181437 ইমেইল: registrar@copyright office.gov.bd
৫	চাকুরী স্থায়ীকরণ	সংশিস্নষ্ট নিয়োগ বিধিমালা অনুযায়ী সরকারী মঞ্জুরি আদেশ জারিমোতাবেক প্রাপ্ত আবেদনের ভিত্তিতে প্রধান সহকারী ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্তে রেজিস্ট্রার অব কপিরাইট / মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।	(ক) সাদা কাগজে আবেদন পত্র খ) হালনাগাদ বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন (পদোন্নতির ক্ষেত্রে ০১ বছর এবং সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে ০২বছরের এসিআর)	বিনামূল্যে	(ক)নন গেজেটেড কর্মচারিদের ক্ষেত্রে ০৫ কর্মদিবস (খ)১ম ও ২য় শ্রেনির গেজেটেড কর্মকর্তাদের ক্ষেত্রে ০৭ কর্মদিবস	মোঃ দাউদ মিয়া এনডিসি রেজিস্ট্রার অব কপিরাইটস মোবাইল: 01712055612 ফোন : 028181437 ইমেইল: registrar@copyright office.gov.bd
৬	সাধারণ ভবিষ্যত তহবিল হতে অগ্রিম মঞ্জুরি	সাধারণ ভবিষ্যত তহবিল বিধিমালা ১৯৭৯ অনুযায়ী নিস্পত্তি করে সরকারী আদেশ জারি	(ক) নির্ধারিত ফরমে আবেদন (বাংলাদেশ ফরম নং-২৬৩৯, গেজেটেড/নন গেজেটেড) । প্রাপ্তিস্থান: হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তার কার্যালয়। খ) সাধারণ ভবিষ্যত তহবিলে সর্বশেষ	বিনামূল্যে	(ক)নন গেজেটেড কর্মচারীদের ক্ষেত্রে ৫ কর্মদিবস (খ)নন ক্যাডার গেজেটেড কর্মকর্তাদের ক্ষেত্রে ৭ কর্ম দিবস। (গ)ক্যাডারভূক্ত	মোঃ দাউদ মিয়া এনডিসি রেজিস্ট্রার অব কপিরাইটস মোবাইল: 01712055612 ফোন : 028181437 ইমেইল: registrar@copyright

			জমাকৃত অর্থের হিসাব বিবরণী (প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা কর্তৃক প্রদত্ত) (মূল কপি, মঞ্জুরি আদেশ জারীর পর ফেরতযোগ্য)		কর্মকর্তাদের ক্ষেত্রে ৭ কর্ম দিবস।	office.gov.bd
৭	আবাসিক ও দাপ্তরিক টেলিফোন সংযোগ ব্যবস্থা	সমন্বিত সরকারী টেলিফোন নীতিমালা-২০০৪ অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ	ক) সমন্বিত সরকারী টেলিফোন নীতিমালা-২০০৪ অনুযায়ী নির্ধারিত ছকে আবেদন।	বিনামূল্যে	৩০ কর্ম দিবস	মোঃ দাউদ মিয়া এনডিসি রেজিস্ট্রার অব কপিরাইটস মোবাইল: 01712055612 ফোন : 028181437 ইমেইল: registrar@copyright office.gov.bd
৮	কপিরাইট অফিসের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের গৃহনির্মাণ ঋণ	সরকারি মঞ্জুরী আদেশ জারী	১) সাদা কাগজে আবেদন ২) যে জমিতে গৃহ নির্মাণ মেরামত করা হবে সে জমির দলিল/বায়নাপত্র ৩) ১৫০ টাকার নন জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে অঙ্গীকারনামা ৪) যথাযথ কতৃপক্ষের সুপারিশ	বিনামূল্যে	১৫ কর্ম দিবস	মোঃ দাউদ মিয়া এনডিসি রেজিস্ট্রার অব কপিরাইটস মোবাইল: 01712055612 ফোন : 028181437 ইমেইল: registrar@copyright office.gov.bd
৯	কপিরাইট অফিসের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের মোটরযান ক্রয় অগ্রিম	সরকারি মঞ্জুরী আদেশ জারী	১)সাদা কাগজে আবেদন ২)১৫০ টাকার নন জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে অঙ্গীকারনামা ৪) মোটর সাইকেল বিক্রয়কারীর অঙ্গীকারনামা	বিনামূল্যে	৩০ কর্ম দিবস	মোঃ দাউদ মিয়া এনডিসি রেজিস্ট্রার অব কপিরাইটস মোবাইল: 01712055612 ফোন : 028181437 ইমেইল: registrar@copyright office.gov.bd

অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা:

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ২১(২) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, "সকল সময়ে জনগণের সেবা করার চেষ্টা করা প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তির কর্তব্য"। আর সেই সেবার মান বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন জনসেবা প্রদানকারী দপ্তরসমূহের কার্যক্রমের স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা। এই উদ্দেশ্যে অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা একটি কার্যকর পদ্ধতি হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে এবং যে-কোনো প্রতিষ্ঠানের দক্ষতা ও কার্যকারিতা পরিমাপের অন্যতম সূচক হিসেবে এটি বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত। জনগণের নিকট সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ, সেবার মানোন্নয়ন এবং সুশাসন সংহতকরণের মাধ্যমে ভোগান্তিবিহীন জনসেবা নিশ্চিতকরণই অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থার মুখ্য উদ্দেশ্য। অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা প্রবর্তনের মূল উদ্দেশ্য হলো সরকারি সেবার মান বৃদ্ধি, কম সময়ে ও স্বল্প ব্যয়ে ভোগান্তি ছাড়া সেবা প্রদানে এগিয়ে আসার মনোবৃত্তির প্রসার। অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে প্রত্যেক মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থায় অভিযোগ নিষ্পত্তি কর্মকর্তা ও আপিল কর্মকর্তা রয়েছে। সেবা প্রাপ্তিতে বিলম্ব হলে অসন্তুষ্টি থাকলে অভিযোগ নিষ্পত্তি কর্মকর্তার সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে। তিনি সমাধান দিতে ব্যর্থ হলে নিম্নোক্ত পদ্ধতিতে যোগাযোগ করে সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে অভিযোগ দায়ের করা যায়।

তথ্য অধিকার:

তথ্য পাওয়ার অধিকার নাগরিকের সাংবিধনিক অধিকার যা আমাদের সংবিধানের ৭ ও ৩৯ অনুচ্ছেদে বর্ণিত রয়েছে। তবে সুনির্দিষ্ট আইনের অভাবে কখনও কখনও জনগণ সহজে তথ্য লাভ করতে সক্ষম হয় না। কোনো নাগরিক বা অন্যান্য প্রতিষ্ঠান যে সংস্থাকে তথ্য দেওয়ার অনুরোধ জানায়, চাহিত তথ্য প্রদানের বাধ্যবাধকতা সে প্রতিষ্ঠানের ওপরই বর্তায়, অন্য কারো ওপর নয়। সুনির্দিষ্ট আইনের অভাবে প্রতিষ্ঠানগুলো তথ্য সরবরাহে অনীহা বা গাফিলতি প্রদর্শন করতো। সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর এ ধরনের মানসিকতা রোধে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ প্রবর্তন করে। আইনটি জনগণের ক্ষমতায়নে মাইলফলক। আইনটির অনন্য বৈশিষ্ট্য হলো দেশের প্রচলিত অন্যসব আইনে কর্তৃপক্ষ জনগণের ওপর ক্ষমতা প্রয়োগ করে থাকে কিন্তু এ আইনে জনগণ কর্তৃপক্ষের ওপর ক্ষমতা আরোপ করে। এটি একটি শক্তিশালী নাগরিকবান্ধব আইন ও যাকে জনগণের আইন ও সর্বজনীন আইনও বলা যায় এবং এটি শ্রেণিগত ভেদাভেদ নির্বিশেষে সর্বস্তরের নাগরিককে রাষ্ট্রের তথ্য পাওয়ার অধিকার দেয়।

তথ্য অধিকার আইন ২০০৯-এর আওতায় এ মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও আপিল কর্তৃপক্ষের তথ্যাবলি (নাম, মোবাইল, ইমেইল), তথ্য অধিকার আইন/২০০৯, এ সংক্রান্ত বিভিন্ন ফরমস সন্নিবেশ করা হয়েছে। চাহিদানুযায়ী তথ্য সরবরাহ করার পাশাপাশি এ মন্ত্রণালয়ের "তথ্য অবমুক্তকরণ নীতিমালা-২০১৫" রয়েছে, যা হালনাগাদ করার কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

উদ্ভাবনী কার্যক্রম:

সরকারি কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে নাগরিক সেবা সহজীকরণ ও সুশাসন সুসংহতকরণে জনপ্রশাসনে উদ্ভাবন চর্চার ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। পৃথিবীর অনেক দেশেই সরকারি সেবা প্রক্রিয়াকে সহজতর ও জনবান্ধব করার লক্ষ্যে উদ্ভাবন কার্যক্রম বিকাশের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন পর্যায়ে ইনোভেশন টিম গঠন করা হয়েছে। উদ্ভাবন উদ্যোগ গ্রহণ ও উদ্যোগ গ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি, দক্ষতা উন্নয়ন এবং প্রয়োজনীয় নীতি-পদ্ধতি প্রণয়নে ইনোভেশন টিমসমূহ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে। জনপ্রশাসনে কাজের গতিশীলতা ও উদ্ভাবনী দক্ষতা বৃদ্ধি এবং নাগরিকসেবা প্রদান প্রক্রিয়া দ্রুত ও সহজীকরণের পন্থা উদ্ভাবন ও চর্চার লক্ষ্যে প্রত্যেক মন্ত্রণালয়/বিভাগ পর্যায়ে চিফ ইনোভেশন অফিসার এবং সংস্থা/জেলা/উপজেলা পর্যায়ে ইনোভেশন অফিসারের নেতৃত্বে একটি করে ইনোভেশন টিম গঠন করা হয়েছে।

ইনোভেশন টিমের কার্যপরিধি:

১. স্ব-স্ব কার্যালয়ের সেবা প্রদান প্রক্রিয়া এবং কাজের অভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়ায় গুণগত পরিবর্তন আনয়ন;
২. এই সংক্রান্ত কার্যক্রমের বাৎসরিক কর্মপরিকল্পনার বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা এবং মাসিক সমন্বয় সভায় উপস্থাপন;
৩. প্রতি মাসে টিমের সভা অনুষ্ঠান, কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা এবং মাসিক সমন্বয় সভায় উপস্থাপন;
৪. মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/জেলা/উপজেলা পর্যায়ে গঠিত সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ইনোভেশন টিমের সাথে যোগাযোগ ও সমন্বয় সাধন; এবং
৫. প্রতি বৎসর ৩১শে জানুয়ারির মধ্যে পূর্ববর্তী বৎসরের একটি পূর্ণাঙ্গ বাৎসরিক প্রতিবেদন প্রণয়ন, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ এবং নিজ অফিসের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা।

সমস্যা এবং চ্যালেঞ্জসমূহ:

বাংলাদেশ কপিরাইট অফিসের সামগ্রিক কর্মকান্ড সম্পাদনের জন্য দক্ষ-প্রশিক্ষিত জনবলের ঘাটতি, কপিরাইট সনদ প্রদানের জন্য দাখিলকৃত কর্ম পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং ডিজিটাল পাইরেসি (Digital Infringement) মোকাবেলার লক্ষ্যে প্রযুক্তিজ্ঞান, টেকনিক্যাল ইক্যুইপমেন্ট ও সার্বিকভাবে জনসচেতনতার অভাব।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা:

জনসচেতনতা বৃদ্ধির জন্য সেমিনার/ওয়ার্কশপ এর আয়োজন বৃদ্ধি ও মিডিয়াতে বহুল প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ। সৃজনশীলকর্মের পাইরেসি রোধে টাস্কফোর্সের অভিযান বৃদ্ধি করা। লোকজ্ঞান ও লোক-সাংস্কৃতিক অভিব্যক্তি সনাক্ত, সংগ্রহ, মূল্যায়ন ও সংরক্ষণ সংক্রান্ত বিশেষ কার্যক্রম পরিচালনা, কপিরাইট অনলাইন রেজিস্ট্রেশন কার্যক্রম সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধি করা এবং বৈশ্বিক ডিজিটাল ইকো-সিস্টেমে ব্যবহৃত বাংলা চলচ্চিত্র ও সংগীত কর্ম থেকে প্রণেতাগণের প্রাপ্য রয়্যালিটি নিশ্চিত করণার্থে পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

এ এন এম শাহজাহান ভূঁঞা
প্রধান সহকারী
বাংলাদেশ কপিরাইট অফিস
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার